রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শনিবার, মে ৭, ২০১১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

বন অধিশাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৯ বৈশাখ ১৪১৮ বঙ্গাব্দ/২ মে ২০১১ খ্রিস্টাব্দ

এস.আর.ও নং ১০৭-আইন/২০১১।—Forest Act, 1927 (Act No. XVI of 1927) এর section 41, section 76 এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রয়োগ।**—(১) এই বিধিমালা বনজদ্রব্য পরিবহন (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০১১ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সুন্দরবন সংরক্ষিত বন, পার্বত্য জেলা রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান ব্যতীত সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,—

(১) "অনুমোদিত ডিপো" অর্থ বিভাগীয় বন কর্মকর্তার অনুমোদনক্রমে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্থাপনকৃত বনজদ্রব্যের অস্থায়ী ডিপো;

(২) "আইন" অর্থ Forest Act, 1927 (Act No. XVI of 1927);

(৩) "তফসিল" অর্থ এই বিধিমালার সহিত সংযুক্ত কোন তফসিল;

(৪) "দফা" অর্থ আইনের কোন দফা;

(৫) "ধারা" অর্থ আইনের কোন ধারা;

মূল্য ঃ টাকা ১৪.০০

(৬) "নিবন্ধিত ডিপো" অর্থ বিধি ১২ এর উপ-বিধি (৩) এর অধীন নিবন্ধিত কোন ডিপো;

(৭) "নির্ধারিত শর্ত" অর্থ সংশ্লিষ্ট ফরমে উল্লিখিত শর্তাবলী;

(৮) "পারমিট" অর্থ ফরম-৮ অনুযায়ী ইস্যুকৃত অনুমতিপত্র;

(৯) "পাশ" অর্থ ফরম-১ অনুযায়ী ইস্যুকৃত বনজদ্রব্যের পরিবহন পাশ;

(১০) "ফরম" অর্থ এই বিধিমালার সহিত সংযুক্ত কোন ফরম;

(১১) "ফার্নিচার মার্ট বা টিম্বার প্রসেসিং ইউনিট" অর্থ যে কোন ধরনের ক্ষুদ্র শিল্প যেখানে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে বনজদ্রব্য চেরাই, কর্তন বা অন্য কোন উপায়ে ইহার আকারের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, সংযোজন প্রক্রিয়াজাতকরণ বা সংরক্ষণের মাধ্যমে ব্যবহার উপযোগী করিয়া তোলা হয়;

(১২) "ফ্রি-লাইসেন্স" অর্থ বিধি ৬ এর উপ-বিধি (৭) এর অধীন ইস্যুকৃত কোন লাইসেন্স;

(১৩) "বনজদ্রব্য" অর্থ আইনের ধারা ২ এর যথাক্রমে দফা (৪) এবং দফা (৬) এ সংজ্ঞায়িত æforest product" ও ætimber";

(১৪) "ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা" অর্থ কোন নির্দিষ্ট ভূমির বৃক্ষ কর্তন, আহরণ, পুনঃরোপন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা;

(১৫) "ভিনিয়ার ফ্যাক্টরী" অর্থ এক ধরনের ক্ষুদ্র শিল্প কারখানা যেখানে টিম্বার এর গুড়ি হইতে যন্ত্রের সাহায্যে টিম্বারের হালকা আবরণ তৈরী করিয়া টিম্বার এর সামগ্রী বা ব্যবহার উপযোগ্য টিম্বার এর আস্তরণ তৈরী করা হয়;

(১৬) "সার্টিফিকেট অব অরিজিন" অর্থ বিধি ৪(১) বা, ক্ষেত্রমত, বিধি ৭(১)(গ) এর অধীন ইস্যুকৃত ছাড়পত্র।

৩। **পরিবহন পথের নিয়ন্ত্রণ**।—(১) বনজদ্রব্য পরিবহনে ব্যবহৃত বা ব্যবহারযোগ্য কোন রাস্তা, নদী, খাল, নালা, ছাড়া বা অন্য কোন জলপথে বা উহার তীরে কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি অথবা উহাদের গতিপথের কোন ধরনের পরিবর্তন করা যাইবে না।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি বা উহাদের গতিপথের কোন ধরনের পরিবর্তন করা হইলে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী বা গতি পথের পরিবর্তনকারী ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উক্ত প্রতিবন্ধকতা অপসারণ বা গতিপথ পূর্বাবস্থায় আনয়নের জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন অথবা নিজ উদ্যোগে উক্তরূপ অপসারণ বা গতিপথ পূর্বাবস্থায় আনয়নের ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক ঐ ব্যক্তির নিকট হইতে উক্ত অপসারণ বা পূর্বাবস্থায় আনয়ন কাজের খরচ আদায় করিতে পারিবেন।

(৩) কোন ব্যক্তি উপ-বিধি(২) এ উল্লিখিত খরচের টাকা প্রদান করিতে অস্বীকার করিলে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা উক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে উহা **Public Demands Recovery Act, 1913** এর অধীন বকেয়া সরকারি পাওনা হিসাবে আদায় করিতে পারিবেন।

(৪) বিধি ১০ এ বর্ণিত বনজদ্রব্য ব্যতীত, বিভাগীয় বন কর্মকর্তা "পারমিট" বা "পাশ" এর মাধ্যমে তাহার অধিক্ষেত্রাধীন এলাকায় মজুদকৃত বনজদ্রব্যের পরিবহন নিয়ন্ত্রণ করিবেন।

৪। **সংরক্ষিত বনভূমি (Reserved Forest), রক্ষিত বনভূমি (Protected Forest), অর্জিত বনভূমি (Acquired Forest), অর্পিত বনভূমি (Vested Forest), সামজিক বনায়ন কর্মসূচী এবং অন্যান্য সরকারি মালিকাধীন ভূমি হইতে বনজদ্রব্য আহরণ, অপসারণ বা পরিবহন।**—(১) সংরক্ষিত বনভূমি (Resereved Forest), রক্ষিত বনভূমি (Protected Forest), অর্জিত বনভূমি (Acquired Forest), অর্পিত বনভূমি (Vested Forest), সামাজিক বনায়ন কর্মসূচী এবং বন বিভাগ নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি মালিকানাধীন চরভূমি ও সৃজিত বন বাগান হইতে বনজদ্রব্য আহরণ করিতে হইলে বনজদ্রব্য আহরণের বৈধতার প্রমাণস্বরূপ বিভাগীয় বন কর্মকর্তা বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন বন কর্মকর্তার নিকট হইতে ফরম-৫ বা, ক্ষেত্রমত, ফরম-৬ এ ইস্যুকৃত সার্টিফিকেট অব অরিজিন ও উহার একটি অনুলিপি গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত বনভূমি হইতে আহরিত বনজদ্রব্য পরিবহন করিতে হইলে বিভাগীয় বন কর্মকর্তার নিকট হইতে ফরম-১ এ ইস্যুকৃত পাশ গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত বনভূমি হইতে আহরিত বনজদ্রব্য পরিবহনের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বন কর্মকর্তার নিকট হইতে পাশ গ্রহণের জন্য নাম, পিতার নাম, বনজদ্রব্যের প্রকার, পরিমাণ, পরিবহনে ইচ্ছুক বনজদ্রব্যের অবস্থান ও গন্তব্যস্থল উল্লেখপূর্বক আবেদন করিতে হইবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) এ বর্ণিত আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর বিভাগীয় বন কর্মকর্তা প্রয়োজনীয় তদন্ত বা যাচাই-বাছাই এর পর সঠিক বিবেচনা করিলে অনধিক ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) কার্যদিবসের মধ্যে নির্ধারিত শর্তে আবেদনকারী বরাবর ফরম-১ এ পাশ ইস্যু করিবেন।

(৫) বনজদ্রব্য পরিবহনকালে পরিবহনকারীকে সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট অব অরিজিন বা, ক্ষেত্রমত, পাশ সঙ্গে রাখিতে হইবে।

(৬) বনজদ্রব্য পরিবহনকালে বা তফসিল 'খ' এ উল্লিখিত বন শুল্ক ও পরীক্ষণ ফাঁড়িসমূহ (Forest Revenue & Check Station) অতিক্রমকালে বন বিভাগের কোন কর্মকর্তা বা সাব ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার নীচে নহেন এমন কোন পুলিশ কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট বনজদ্রব্যের সার্টিফিকেট অব অরিজিন বা, ক্ষেত্রমত, পাশ দেখিতে চাহিলে পরিবহনকারী তাহা প্রদর্শন করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৭) সার্টিফিকেট অব অরিজিন বা পাশ এ উল্লিখিত বনজদ্রব্যের অতিরিক্ত কোন বনজদ্রব্য আহরণ, অপসারণ বা পরিবহন করা যাইবে না।

(৮) বন সংরক্ষক প্রয়োজনবোধে নোটিফিকেশন নং-২৩৯৯ ফর, তাং-২৬-১২-১৯৫৯ ইং এর ক্ষমতাবলে স্বীয় অধিক্ষেত্রে সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তি জারী করিয়া বন শুল্ক ও পরীক্ষণ ফাঁড়ি স্থাপন কিংবা বিদ্যমান বন শুল্ক ও পরীক্ষণ ফাঁড়ি স্থানান্তর বা বিলুপ্ত করিতে পারিবেন।

৫। **সড়ক ও জনপথ, রেলপথ, বাঁধ, সংযোগ সড়ক, ইত্যাদি ভূমি হইতে বনজদ্রব্য আহরণ, অপসারণ বা পরিবহন।**—(১) বন বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন নহে বা বন বিভাগের সামাজিক বনায়ন কর্মসূচীর আওতাভুক্ত নহে এইরূপ সড়ক ও জনপথ, রেলপথ, বাঁধ সংযোগ সড়ক, জেলা পরিষদ

সড়ক, স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল বিভাগের সড়কসহ অন্যান্য সরকারি মালিকানাধীন ভূমি হইতে বনজদ্রব্য আহরণ, অপসারণ বা পরিবহনের প্রয়োজন হইলে উক্ত ভূমি নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের ন্যূনতম জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাকে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা বরাবর ফরম-৩ এ আবেদন করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে অনধিক ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) কার্যদিবসের মধ্যে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা কর্তৃক যথাযথ তদন্তপূর্বক বিভাগীয় বন কর্মকর্তা উক্ত বনজদ্রব্য কর্তন ও আহরণের অনুমতি প্রদান করিবেন এবং এইরূপ অনুমোদিত কর্তনের পর বিভাগীয় বন কর্মকর্তা বনজদ্রব্যে পাশ হাতুড়ির ছাপ (Pass Marking) প্রদান ও কর্তিত বনজদ্রব্য পরিবহনের জন্য নির্ধারিত শর্তে আবেদনকারী বরাবর ফরম-১ এ পাশ প্রদানের ব্যবস্থা করিবেন।

৬। **বেসরকারি মালিকানাধীন ভূমি হইতে বনজদ্রব্য আহরণ।**—(১) ফ্রি লাইসেন্স ব্যতীত তফসিল 'গ' এ বর্ণিত জেলা ও উপজেলাসমূহের বেসরকারি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন ভূমি হইতে কোন বনজদ্রব্য আহরণ করা যাইবে না।

(২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত ভূমি হইতে বনজদ্রব্য আহরণের জন্য ভূমির মালিক কর্তৃক ফ্রি লাইসেন্স বিভাগীয় বন কর্মকর্তার নিকট ফরম-২ এ আবেদনপত্র দাখিল করিতে হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, একই হোল্ডিং এর বিপরীতে ১ (এক) বৎসরের মধ্যে একাধিকবার ফ্রি লাইসেন্স এর জন্য আবেদন করা যাইবে না।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীন ফ্রি লাইসেন্স গ্রহণের জন্য আবেদনপত্রের সহিত, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, নিম্নবর্ণিত দলিলাদি দাখিল করিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) সংশ্লিষ্ট ভূমির মালিকানা সংক্রান্ত দলিলাদি;

(খ) সংশ্লিষ্ট ভূমি জরিপ নকশার ট্রেসিং কপি;

(গ) ভূমির খাজনা প্রদানের হালনাগাদ রশিদ (ডিসিআর);

(ঘ) আবেদনকারীর ৪ (চার) কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি।

(৪) উপ-বিধি (২) এ বর্ণিত আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর বিভাগীয় বন কর্মকর্তা উক্ত আবেদনপত্রে বর্ণিত ভূমির মালিকানা পরীক্ষাকরতঃ উহা সঠিক প্রমাণিত হইলে আবেদনে উল্লিখিত ভূমি হইতে বনজদ্রব্য আহরণের বিষয়ে তদন্তের জন্য রেঞ্জ বা স্টেশন কর্মকর্তার নিকট উহা প্রেরণ করিবেন।

(৫) ভূমির মালিকানা বিষয়ে কোন জটিলতা পরিলক্ষিত হইলে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা বিষয়টি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ডেপুটি কমিশনারের নিকট প্রেরণ করিবেন এবং ডেপুটি কমিশনার প্রয়োজনীয় যাচাই-বাছাই করিয়া অনধিক ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে বিভাগীয় বন কর্মকর্তার নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ করিবেন।

(৬) উপ-বিধি (৪) এর অধীন আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ বা স্টেশন কর্মকর্তা—

(ক) তদন্ত করিয়া আবেদনপত্র ও আবেদনপত্রের সহিত সংযুক্ত ট্রেসিং ম্যাপ সরেজমিনে পরীক্ষা করতঃ সংশ্লিষ্ট ভূমি এবং আবেদনপত্রে প্রদর্শিত ভূমির পরস্পর মিল আছে কিনা উহা যাচাই করতঃ উক্ত ভূমিতে অবস্থিত গাছের মার্কিং তালিকা প্রস্তুত করিবেন;

(খ) দফা (ক) এর অধীন প্রস্তুতকৃত মার্কিং তালিকা অনুযায়ী বনজদ্রব্যের বিবরণ ও আনুমানিক পরিমাণ ফরম-২ এর অধীন রেঞ্জ বা স্টেশন কর্মকর্তার প্রতিবেদনে তাহার সুপারিশসহ তারিখ উল্লেখপূর্বক স্বাক্ষরকরতঃ অনধিক ৪০ (চল্লিশ) কার্যদিবসের মধ্যে বিভাগীয় বন কর্মকর্তার নিকট ফেরত প্রদান করিবেন।

(৭) উপ-বিধি (৬) এর দফা (খ) অনুযায়ী রেঞ্জ বা স্টেশন কর্মকর্তার নিকট হইতে প্রতিবেদনসহ আবেদনপত্রটি ফেরত প্রাপ্তির পর বিভাগীয় বন কর্মকর্তা প্রতিবেদন বিষয়ে সন্তুষ্ট হইলে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে বিনা রাজস্বে আহরণের জন্য ফরম-৪ এ ফ্রি-লাইসেন্স ইস্যু করিবেন।

(৮) তফসিল ‘গ’ এ বর্ণিত জেলা ও উপজেলাসমূহ ব্যতীত অন্যান্য জেলায় বনজদ্রব্য আহরণের জন্য ভূমির মালিক, (নাম, পিতার নাম, ঠিকানা, ভূমির তফসিল, আহরণে ইচ্ছুক গাছের প্রজাতি ও সংখ্যা ইত্যাদি উল্লেখপূর্বক) সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ কর্মকর্তা/এসএফএনটিসি এর ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট (বিভাগীয় বন কর্মকর্তাকে সম্বোধনপূর্বক) দরখাস্ত করিবেন।

(৯) উপ-বিধি (৮) এর অধীন আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর রেঞ্জ কর্মকর্তা/এসএফএনটিসি এর ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে তদন্তপূর্বক সন্তুষ্ট হইলে তিনি খাড়া মার্কাকরতঃ গাছ কর্তনের অনুমতি প্রদান করিবেন।

(১০) কর্তিত ও খণ্ডনকৃত গাছের পরিমাপ রেকর্ডকরতঃ ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে উহাতে পাশ মার্কা প্রদান করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট ভূমির মালিককে পাশ প্রদানপূর্বক বিভাগীয় বন কর্মকর্তাকে অবহিত করিবেন।

৭। **বেসরকারি মালিকানাধীন ভূমি হইতে বনজদ্রব্য পরিবহন।**—(১) বিধি ৬ এ বর্ণিত ভূমি হইতে আহরিত বনজদ্রব্য পরিবহন করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ অনুসরণ করিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) ফ্রি-লাইসেন্স মূলে কর্তিত বনজদ্রব্য আহরণের স্থান (গাছের গোড়া) হইতে পরিবহন করিবার পূর্বে টিম্বারের প্রতি খন্ডে মালিকানা হাতুড়ী ও বিভাগীয় বন কর্মকর্তা কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা কর্তৃক পাশ মার্কা হাতুড়ীর ছাপ প্রদান (Pass Marking) ব্যতীত কোন বনজদ্রব্য পরিবহন করা যাইবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, মালিকানা ও পাশ মার্কা হাতুড়ির ছাপ প্রদানের পর কোন টিম্বার খণ্ডন বা চেরাই করিবার প্রয়োজন হইলে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা বা তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন বন কর্মকর্তার অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে এবং চেরাই বা খণ্ডনের পর টিম্বার এ পুনরায় পাশ মার্কিং হাতুড়ির ছাপ প্রদান করিতে হইবে;

(খ) গাছের গোড়া হইতে বনজদ্রব্য অনুমোদিত ডিপোতে পরিবহন করিবার নিমিত্ত অনুমোদনের জন্য বিভাগীয় বন কর্মকর্তার নিকট সার্টিফিকেট অব অরিজিন এর জন্য আবেদন করিতে হইবে;

(গ) দফা (খ) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর বিভাগীয় বন কর্মকর্তা বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কর্মকর্তা বনজদ্রব্য গাছের গোড়া হইতে অনুমোদিত ডিপোতে বহন করিবার জন্য ফরম-৫ বা, ক্ষেত্রমত, ফরম-৬ এ সার্টিফিকেট অব অরিজিন ও উহার একটি অনুলিপি ইস্যু করিবেন;

(ঘ) ফ্রি-লাইসেন্স এ বর্ণিত ভূমি হইতে বনজদ্রব্য পরিবহন করিয়া নিকটবর্তী সুবিধাজনক স্থানে ডিপোকরতঃ সেখানে মজুদ করিতে হইলে মালিকের নাম, ম্যাপসহ মৌজার নাম, খতিয়ান, দাগ নং, ইত্যাদি উল্লেখ করিয়া পৃথক আবেদনপত্রের মাধ্যমে বিভাগীয় বন কর্মকর্তার লিখিত অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে;

(ঙ) সার্টিফিকেট অব অরিজিনমূলে আহরিত ও অনুমোদিত ডিপোতে রক্ষিত বনজদ্রব্য অনুমোদিত ডিপোর বাহিরে পরিবহন করিতে হইলে রেঞ্জ বা স্টেশন কর্মকর্তার নিকট সার্টিফিকেট অব অরিজিন এর কপি সংযুক্ত করিয়া যে সকল বনজদ্রব্য পরিবহন করা প্রয়োজন উহার জাত, পরিমাণ এবং গন্তব্যস্থল উল্লেখকরতঃ পাশ গ্রহণের জন্য আবেদন করিতে হইবে;

(চ) দফা (ঙ) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর রেঞ্জ বা স্টেশন কর্মকর্তা প্রয়োজনীয় পরীক্ষান্তে সঠিক বিবেচনা করিলে অনধিক ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে পাশ ইস্যুর জন্য বিভাগীয় বন কর্মকর্তার নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ করিবেন;

(ছ) দফা (চ) এর অধীন প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর অনধিক ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন বন কর্মকর্তা, সহকারী বন সংরক্ষক এর নিম্নে নহে, ফরম-১ এ পাশ ইস্যু করিবেন।

(২) জনসাধারণের নিজস্ব বসত বাটি হইতে আম, কাঁঠাল, কালোজাম, তাল, নারিকেল, সুপারি, খেজুর ও শিমুল গাছ আহরণ ও পরিবহনের ক্ষেত্রে কোন ধরনের পূর্ব অনুমতির প্রয়োজন হইবে না এবং প্রধান বন সংরক্ষক, প্রয়োজনবোধে, সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তি জারীর মাধ্যমে নির্দিষ্ট এলাকার জন্য উল্লিখিত প্রজাতির গাছের সাথে নতুন কোন প্রজাতির গাছের নাম অন্তর্ভুক্ত করিতে, বাদ দিতে বা উল্লিখিত প্রজাতির গাছের নাম পরিবর্তন করিতে পারিবেন।

৮। **চা বাগানের ভূমি হইতে বনজদ্রব্য আহরণ, অপসারণ বা পরিবহন**।—(১) পারমিট ব্যতীত চা বাগানের ভূমি হইতে বনজদ্রব্য আহরণ, অপসারণ বা পরিবহন করা যাইবে না।

(২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত ভূমি হইতে বনজদ্রব্য আহরণের জন্য ভূমি মালিক কর্তৃক বিভাগীয় বন কর্মকর্তার নিকট পারমিটের জন্য ফরম-৭ এ আবেদনপত্র দাখিল করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন দাখিলকৃত আবেদনপত্রের সহিত নিম্নবর্ণিত দলিলাদি দাখিল করিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) বাংলাদেশ চা বোর্ড কর্তৃক অনুমতিপত্র যাহাতে বাংলাদেশ চা বোর্ড এই মর্মে প্রত্যয়ন করিবে যে, প্রার্থিত ভূমি হইতে বৃক্ষ কর্তনের পর সেখানে চা বাগান সৃজনের জন্য বাগান মালিকের প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা, অর্থ ও উপকরণের সংস্থান রহিয়াছে এবং পরিপক্ক বৃক্ষ কর্তন ও অপসারণের পর সেখানে উপযুক্ত প্রজাতির উন্নতমানের চারা দ্বারা পুনরায় বনায়ন করিবার প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা, অর্থ ও উপকরণের সংস্থান বাগান মালিকের রহিয়াছে;

(খ) ফরম-১৩ এ প্রস্তুতকৃত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা;

(গ) সংশ্লিষ্ট ভূমি জরীপ নকশার ট্রেসিং কপি ও জমির মালিকানা সংক্রান্ত প্রমাণপত্র।

(৪) উপ-বিধি (২) এর অধীন আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর বিভাগীয় বন কর্মকর্তা উক্ত আবেদনপত্রে বর্ণিত বনজদ্রব্যের সঠিক প্রাপ্যতা সম্বন্ধে যাচাইয়ের জন্য রেঞ্জ বা স্টেশন কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৫) বিভাগীয় বন কর্মকর্তার নিকট হইতে আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর রেঞ্জ বা স্টেশন কর্মকর্তা সরেজমিনে যাচাইকরতঃ প্রাপ্ত বনজদ্রব্যের বিবরণ ও পরিমাণ ফরম-৭ এ তাহার প্রতিবেদনে লিপিবদ্ধ করিয়া সুপারিশসহ অনধিক ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে বিভাগীয় বন কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৬) রেঞ্জ বা স্টেশন কর্মকর্তার নিকট হইতে সুপারিশসহ প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত রাজস্ব আদায় করিয়া নির্ধারিত শর্তে ফরম-৮ অনুযায়ী আবেদনকারী বরাবর পারমিট ইস্যু করিবেন।

৯। **সড়ক, মহাসড়ক, রেলপথ, জলপথ, আকাশপথ বা অন্যান্য পথে বনজদ্রব্য পরিবহন।**—(১) এই বিধিমালার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, যে কোন সড়ক, মহাসড়ক, রেলপথ, জলপথ, আকাশ পথে বনজদ্রব্য পরিবহন করা যাইবে।

(২) এই বিধিমালার অন্যান্য বিধানাবলী অনুসরণ এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বন কর্মকর্তার অনুমোদন সাপেক্ষে যে কোন রেলওয়ে স্টেশন, বিমান বন্দর, নৌবন্দর বা লঞ্চ টার্মিনাল হইতে কোন বনজদ্রব্য ট্রাক, রেল, স্টিমার, লঞ্চ, কার্গো, বিমান ইত্যাদিযোগে অন্য কোন গন্তব্যস্থলে প্রেরণের জন্য বুকিং করা যাইবে।

১০।**আমদানী ও রপ্তানীর উদ্দেশ্যে প্রেরিত বনজদ্রব্য পরিবহন।**—(১) পাশ ব্যতিরেকে কোন বনজদ্রব্য আমদানীর উদ্দেশ্যে কোন স্থলবন্দর, সমুদ্রবন্দর বা বিমানবন্দরের বাহিরে আনয়ন বা রপ্তানীর উদ্দেশ্যে উল্লিখিত বন্দরে প্রেরণ করা যাইবে না।

(২) আমদানীকৃত বনজদ্রব্য চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর এর মাধ্যমে পরিবহনের ক্ষেত্রে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা অথবা বন ব্যবহারিক বিভাগ চট্টগ্রাম এর নিকট এবং অন্যান্য এলাকার একইরূপ বনজদ্রব্য পরিবহনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বন্দর যে বন বিভাগের অধিক্ষেত্রাধীন সেই বন বিভাগের বিভাগীয় বন কর্মকর্তার নিকট পাশের জন্য লিখিতভাবে আবেদন করিতে হইবে।

(৩) রপ্তানীর উদ্দেশ্যে কোন বনজদ্রব্য কোন স্থলবন্দর, সমুদ্রবন্দর বা বিমানবন্দর এ পরিবহন করিতে হইলে উক্ত বনজদ্রব্য যে বন বিভাগের অধিক্ষেত্রাধীন সেই বন বিভাগের বিভাগীয় বন কর্মকর্তার নিকট পাশের জন্য লিখিতভাবে আবেদন করিতে হইক্ষে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে রপ্তানীর ক্ষেত্রে বন ব্যবহারিক বিভাগ চট্টগ্রাম এর পাশ গ্রহণ করিতে হইবে।

(৪) উপ-বিধি (২) বা, ক্ষেত্রমত, (৩) এর অধীন উল্লিখিত আবেদনপত্রের সহিত উক্ত বনজদ্রব্য বাবদ প্রদেয় সমুদয় কর (tax) পরিশোধের প্রমাণপত্র ও কোয়ারানটাইন সার্টিফিকেট সংযোজন করিতে হইবে।

(৫) পাশ ইস্যুর পূর্বে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা আমদানীকৃত বনজদ্রব্যে ''আমদানীকৃত'' শব্দ খোদাইকৃত হাতুরীর ছাপ (Pass Marking) প্রদান করিবেন।

(৬) উপ-বিধি (২) বা, ক্ষেত্রমত, (৩) এর অধীন দাখিলকৃত আবেদনপত্র বিভাগীয় বন কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, বন ব্যবহারিক বিভাগ যথাযথ তদন্তপূর্বক পরীক্ষা করিয়া সন্তুষ্ট হইলে নির্ধারিত শর্তে অনধিক ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে ফরম-১ এ পাশ ইস্যু করিবেন।

১১। **মালিকানা হাতুড়ি ও উহার নিবন্ধিকরণ**।—(১) বনজদ্রব্যের প্রত্যেক ক্রেতা বা ব্যবসায়ী, অথবা পারমিট বা ফ্রি-লাইসেন্স গ্রহীতার যে কোন প্রকার টিম্বার বা বনজদ্রব্যের মালিকানা চিহিতকরণের উদ্দেশ্যে, বিভাগীয় বন কর্মকর্তার নিকট হইতে প্রাপ্ত নমুনা অনুযায়ী ''মালিকানা হাতুড়ী'' প্রস্তুত করতঃ উহা নিবন্ধনের জন্য দুইশত টাকা নিবন্ধিকরণ 'ফি' জমা দিয়া বিভাগীয় বন কর্মকর্তা বরাবর, প্রয়োজনীয় মালিকানা দলিলাদিসহ লিখিতভাবে আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বন কর্মকর্তা যথাযথ তদন্ত করিয়া সন্তুষ্ট হইলে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে ফরম-৯ এ এতদ্‌সংক্রান্ত দলিলাদিসহ জমাকৃত মালিকানা হাতুড়ী নিবন্ধন করিবেন।

(৩) নিবন্ধিত ''মালিকানা হাতুড়ী'' এর মেয়াদ হইবে এক বৎসর এবং প্রত্যেক বৎসর মেয়াদ শেষের পূর্বেই পরবর্তী বৎসরের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে উক্ত নিবন্ধন নবায়ন করিতে হইবে এবং উক্তরূপ নবায়নের উদ্দেশ্যে একশত টাকা নবায়ন ফিসহ বিভাগীয় বন কর্মকর্তার নিকট লিখিতভাবে আবেদন করিতে হইবে।

(৪) এই বিধির অধীন নিবন্ধিত মালিকানা হাতুড়ীর মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়া গেলে উক্ত মালিকানা হাতুড়ি কোনভাবে ব্যবহার করা যাইবে না।

(৫) উপ-বিধি (৩) এর অধীন নবায়নের আবেদন প্রাপ্তির পর বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, প্রয়োজনীয় তদন্ত সাপেক্ষে, যাচাই বাছাই করিয়া সন্তুষ্ট হইলে, মালিকানা হাতুড়ি অনধিক ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে নবায়ন করিবেন।

(৬) মালিকানা হাতুড়ি নিবন্ধিতকরণ সনদ হারাইয়া গেলে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা প্রয়োজনীয় তদন্তক্রমে পঞ্চাশ টাকা ফি আদায় করতঃ সত্যায়িত নকল প্রদান করিতে পারিবেন।

(৭) নিবন্ধিতকৃত মালিকানা হাতুড়ি হারাইয়া গেলে হাতুড়ি মালিককে তৎক্ষণাৎ সংশ্লিষ্ট থানায় জেনারেল ডায়েরী (জিডি) লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং উক্ত জিডি এন্ট্রির কপিসহ হারাইয়া যাওয়ার ঘটনা লিখিতভাবে বিভাগীয় বন কর্মকর্তাকে অবহিত করিতে হইবে।

(৮) বিভাগীয় বন কর্মকর্তা প্রয়োজনীয় তদন্ত সাপেক্ষে উক্ত হারাইয়া যাওয়ার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহকে জ্ঞাত করিবেন।

(৯) হারাইয়া যাওয়া হাতুড়ির ক্ষেত্রে, হাতুড়ি মালিক উপ-বিধি (১) অনুযায়ী নতুন মালিকানা হাতুড়ি নিবন্ধন করিতে পারিবেন।

(১০) নতুনভাক্ষে নিবন্ধনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বন কর্মকর্তা হারাইয়া যাওয়া মালিকানা হাতুড়ি বাতিল ঘোষণা করিয়া সাধারণ অফিস আদেশ জারী করিবেন।

১২। **বনজদ্রব্য মজুদ রাখিবার জন্য ডিপো নিবন্ধিকরণ**।—(১) কোন ব্যক্তি বনজদ্রব্য অনুমোদিত ডিপো ব্যতীত অন্য কোন ডিপোতে মজুদ রাখিতে চাহিলে, উক্ত ডিপো স্থাপন ও পরিচালনার জন্য বিভাগীয় বন কর্মকর্তা এর কার্যলয়ে নিবন্ধন করিতে হইবে এবং উক্তরূপ নিবন্ধন ব্যতীত কোন ডিপো স্থাপন বা পরিচালনা করা যাইবে না।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন ডিপো স্থাপন পূর্বক নিবন্ধনের জন্য নিবন্ধন ফি বাবদ এক হাজার টাকা জমা দিয়া বিভাগীয় বন কর্মকর্তা বরাবর লিখিতভাবে আবেদন করিতে হইক্ষে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর বিভাগীয় বন কর্মকর্তা বা তাহার প্রতিনিধি, প্রস্তাবিত স্থান এবং বনাঞ্চলের অবস্থান বিবেচনা করিয়া সন্তুষ্ট হইলে, অনধিক ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) কার্যদিবসের মধ্যে ডিপো স্থাপনের অনুমতি প্রদানসহ ফরম-১০ অনুযায়ী আবেদনকারীর ডিপো নিবন্ধন করিয়া আবেদনকারী বরাবর নিবন্ধন সনদ ইস্যু করিবেন।

(৪) বিভাগীয় বন কর্মকর্তা আবেদনকারীর প্রার্থিত কোন অবস্থানে বন সংরক্ষণ ও বনজদ্রব্যের চোরাচালান প্রতিহতকরণের স্বার্থে প্রার্থিত ডিপো স্থাপন ও নিবন্ধনের আবেদন প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবেন।

(৫) উপ-বিধি (৪) এর অধীন বিভাগীয় বন কর্মকর্তার উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে বন সংরক্ষক এর নিকট আপীল করিতে পারিবেন এবং এই ক্ষেত্রে বন সংরক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

(৬) এই বিধির অধীন নিবন্ধিত ডিপোর মেয়াদ হইবে এক বৎসর এবং প্রত্যেক বৎসর মেয়াদ শেষের পূর্বেই পরবর্তী বৎসরের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে উক্ত নিবন্ধন নবায়ন করিতে হইবে এবং উক্তরূপ নবায়নের নিমিত্ত ৫০০ (পাঁচশত) টাকা নবায়ন ফিসহ বিভাগীয় বন কর্মকর্তার নিকট লিখিতভাবে আবেদন করিতে হইবে।

(৭) এই বিধির অধীন ডিপো স্থাপনের অনুমতি প্রদানসহ নিবন্ধনকালে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, প্রয়োজনবোধে, ডিপো মালিকদের নিকট হইতে সর্বোচ্চ ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা জামানত রাখিতে পারিবেন।

(৮) এই বিধিমালা জারী হইবার পূর্বে স্থাপিত ডিপোসমূহকে এই বিধিমালা জারীর ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে এই বিধির অধীন নিবন্ধন করিতে হইবে।

১৩। **ভিনিয়ার ফ্যাক্টরী, ফার্নিচার মার্ট বা টিম্বার প্রসেসিং ইউনিট স্থাপন**।—(১) ভিনিয়ার ফ্যাক্টরী, ফার্নিচার মার্ট বা টিম্বার প্রসেসিং ইউনিট স্থাপন ও পরিচালনা করিতে হইলে বিভাগীয় বন কর্মকর্তার নিকট হইতে এই বিধিমালার অধীন লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে এবং উক্তরূপ লাইসেন্স গ্রহণ ব্যতিরেকে কোন ভিনিয়ার ফ্যাক্টরী, ফার্নিচার মার্ট বা টিম্বার প্রসেসিং ইউনিট স্থাপন ও পরিচালনা করা যাইবে না।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন লাইসেন্স গ্রহণের জন্য ফরম-১১ অনুযায়ী বিভাগীয় বন কর্মকর্তা বরাবর আবেদন করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর বিভাগীয় বন কর্মকর্তা প্রয়োজনীয় তদন্ত করিয়া সন্তুষ্ট হইলে অনধিক ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) কার্যদিবসের মধ্যে ফরম-১২ অনুযায়ী আবেদনকারী বরাবর লাইসেন্স প্রদান করিবেন এবং উক্ত লাইসেন্স প্রতি বৎসর নবায়ন করিতে হইবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন লাইসেন্সকৃত ভিনিয়ার ফ্যাক্টরী, ফার্নিচার মার্ট বা টিম্বার প্রসেসিং ইউনিট এর মালিক বনজদ্রব্য আগমন-নির্গমণ, চেরাই ও ব্যবহার সংক্রান্ত বিবরণ ফরম-১৪ অনুযায়ী সংরক্ষণ করিবেন এবং বিভাগীয় বন কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত নমুনা ছক বা ফরমে প্রতি বৎসর ৩১ ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে লাইসেন্স নবায়ন আবেদনপত্রের সহিত বিভাগীয় বন কর্মকর্তার নিকট রিটার্ন দাখিল করিবেন।

(৫) এই বিধির অধীন প্রদত্ত লাইসেন্স এর জন্য লাইসেন্স ফি এবং উক্ত লাইসেন্স নবায়নের জন্য বাৎসরিক নবায়ন ফি তফসিল 'ক' এ উল্লিখিত হারে প্রদান করিতে হইবে।

(৬) প্রধান বন সংরক্ষক, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তি জারী করিয়া সময় সময় তফসিল 'ক' এর উল্লিখিত লাইসেন্স এবং লাইসেন্স নবায়ন ফি পুনঃ নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

(৭) বিভাগীয় বন কর্মকর্তা কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার কোন কর্মকর্তা যে কোন সময় ভিনিয়ার ফ্যাক্টরী, ফার্নিচার মার্ট বা টিম্বার প্রসেসিং ইউনিটে রক্ষিত বনজদ্রব্য পরিদর্শন করিতে পারিবেন এবং ফরম-১৪ এ বর্ণিত রেজিস্টার অনুযায়ী উক্ত বনজদ্রব্যের বিবরণ সঠিক পাইলে তিনি উক্ত রেজিস্টারে স্বাক্ষর করিবেন।

(৮) উপ-বিধি (৭) এর অধীন পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানে কোন অবৈধ বনজদ্রব্য পাওয়া গেলে, বা ফরম-১৪ এর বর্ণনার সহিত বাস্তবে কোন গরমিলের বিষয়ে, বন কর্মকর্তা বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মালিক বা কর্মচারীগণ বন কর্মকর্তার আদেশ মান্য করিতে বাধ্য থকিবেন।

(৯) তফসিল 'গ' এ উল্লিখিত জেলাসমূহের মধ্যে এক জেলা হইতে অন্য জেলায় টিম্বার এর ফার্নিচার বা টিম্বারজাত দ্রব্য পরিবহন করিতে হইলে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিককে বিভাগীয় বন কর্মকর্তার নিকট হইতে লিখিত অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।

(১০) এই বিধিমালা জারী হইবার পূর্বে স্থাপিত ভিনিয়ার ফ্যাক্টরী, ফার্নিচার মার্ট বা টিম্বার প্রসেসিং ইউনিটকে এই বিধিমালা জারীর ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে এই বিধির অধীন লাইসেন্স এর জন্য আবেদন করিতে এবং লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে।

১৪। **দণ্ড**।— এই বিধিমালার কোন বিধান লংঘনের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি আইনের ধারা ৪২ বা, ক্ষেত্রমত, ধারা ৭৭ এ বর্ণিত দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন, এবং এতদ্ব্যতীত আইনের ধারা ৫২ ও ৫৫ এ বর্ণিত বিধান অনুযায়ী উক্ত অপরাধ সংঘটনের ব্যবহৃত সকল প্রকার যন্ত্রপাতি, যানবাহন, জলযান, ট্রাক, লরি ও পশুসহ সংশ্লিষ্ট বনজদ্রব্য সরকারের পক্ষে বাজেয়াপ্ত করা যাইবে।

১৫। **অপরাধ প্রবণতা রোধের জন্য পুরস্কার**।— আইনের ধারা ৭৬ এর দফা (খ) এ বর্ণিত ক্ষমতাবলে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা কোন বন-অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে সংবাদদাতা এবং অপরাধ উদ্‌ঘাটনকারী কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে, বন বিভাগীয় কর্মকর্তা বা কর্মচারীসহ, ক্ষেত্র বিশেষে অপরাধ দমনে উৎসাহিত করিবার জন্য উদ্‌ঘাটিত বন-অপরাধের জব্দকৃত বনজদ্রব্য বিক্রয়লব্ধ অর্থ বা আদায়কৃত জরিমানার অর্থ হইতে সর্বোচ্চ শতকরা দশ টাকা হারে পুরস্কার প্রদান করিতে পারিবেন।

১৬। **সময় বৃদ্ধি।**— (১) বনজ দ্রব্য চলাচল প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রিতা ও জটিলতার অবসানকল্পে এই বিধিমালার অধীন বিভিন্ন কার্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পাদন করা সম্ভব না হইলে উক্ত নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হইবার পূর্বে সময় বৃদ্ধি করিবার জন্য বিভাগীয় বন কর্মকর্তা বা নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার নিকট আবেদন জানাইতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর এ বিষয়ে বাস্তব অবস্থা বিবেচনায় সংশ্লিষ্ট বন সংরক্ষক ৩০(ত্রিশ) কার্যদিবস পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

১৭। **Ordinance No. XXXIV of 1959 এর বিধানাবলীর ক্ষেত্রে এই বিধিমালার প্রয়োগ।**— Private Forest Ordinance, 1959 (Ordinance No. XXXIV of 1959) এর প্রচলিত বিধানাবলীর ক্ষেত্রে আইনের ধারা ৪১ ও ৪২ এর অধীন প্রণীত বিধিমালার সংশ্লিষ্ট বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

১৮। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) নিম্নলিখিত বিধিমালাসমূহ এতদ্‌দ্বারা রহিত করা হইল, যথা ঃ—

(ক) Sylhet Forest Transit Rules, 1951;

(খ) Dinajpur and Rangpur Forest Transit Rules, 1954;

(গ) Dhaka Forest Transit Rules, 1959;

(ঘ) Mymensingh Forest Transit Rules, 1959;

(ঙ) Chittagong, Cox`s Bazar and Comilla Forest Transit Rules, 1959; এবং

(চ) East Pakistan General Forest Transit Rules, 1960.।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও রহিতকৃত বিধিমালাসমূহের অধীন কোন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন থাকিলে উহা রহিতকৃত বিধিমালাসমূহের বিধান অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা যাইবে।

তফসিল 'ক'

[বিধি ১৩(৫) দ্রষ্টব্য]

ভিনিয়ার ফ্যাক্টরী, ফার্নিচার মার্ট বা টিম্বার প্রসেসিং ইউনিট স্থাপনের লাইসেন্স ফি ও বাৎসরিক নবায়ন ফি ঃ—

নাম	লাইসেন্স ফি	নবায়ন ফি
ভিনিয়ার ফ্যাক্টরী	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা।	১,০০০/- (এক হাজার) টাকা।
ফার্নিচার মার্ট	১,০০০/- (এক হাজার) টাকা।	২০০/- (দুইশত) টাকা।
টিম্বার প্রসেসিং ইউনিট	১,০০০/- (এক হাজার) টাকা।	২০০/- (দুইশত) টাকা।

তফসিল ‘খ’

[বিধি ৪(৬) দ্রষ্টব্য]

বন শুল্ক পরীক্ষণ ফাঁড়ির নাম

১। **চট্টগ্রাম দক্ষিণ বন বিভাগ ঃ**

ক্রমিক নং	সড়ক পথ/নদী পথ	চেক স্টেশন/বন শুল্ক পরীক্ষণ ফাঁড়ির নাম	অবস্থান
১।	সড়ক পথ	পদুয়া	কক্সবাজার মহাসড়কের লোহাগাড়া থানার পদুয়া নামক স্থানে।
২।	,,	বড়দুয়ারা	কেরাণীহাট বান্দরবান সড়কের বড়দুয়ারা নামক স্থানে।
৩।	,,	পোমরা	চট্টগ্রাম-কাপ্তাই সড়কের পোমরা নামক স্থানে।
৪।	নদীপথ	লালুটিয়া	সাঙ্গু নদী ও লালুটিয়া ছড়ার সঙ্গমস্থলে।
৫।	,,	চিড়িংগা	কর্ণফুলী নদীর তীরে রাঙ্গুনিয়া রেঞ্জ সদরে।

২। **চট্টগ্রাম উত্তর বন বিভাগ ঃ**

ক্রমিক নং	সড়ক পথ/নদী পথ	চেক স্টেশন/বন শুল্ক পরীক্ষণ ফাঁড়ির নাম	অবস্থান
১।	সড়ক পথ	ফৌজদারহাট	চট্টগ্রাম-ঢাকা মহাসড়কের মাদাম বিবির হাট নামক স্থানে।
২।	,,	ধুমঘাট	ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের বারৈয়ারহাট নামক স্থানে।
৩।	,,	করেরহাট	চট্টগ্রাম-করেরহাট সড়কের করেরহাট নামক স্থানে।
৪।	,,	হাটহাজারী	চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি সড়কের হাটহাজারীতে।

৩। **কক্সবাজার উত্তর বন বিভাগ ঃ**

ক্রমিক নং	সড়ক পথ/নদী পথ	চেক স্টেশন/বন শুল্ক পরীক্ষণ ফাঁড়ির নাম	অবস্থান
১।	সড়ক পথ	নলবিলা বিট কাম বনজদ্রব্য পরীক্ষণ চৌকি	চকোরিয়া-চট্টগ্রাম সড়কের চকোরিয়া নামক স্থানে।
২।	নদীপথ ও সড়কপথ	বাঘখালী বিট কাম বনজদ্রব্য পরীক্ষণ ফাঁড়ি	বাঘখালী নদীর তীরে কাউয়ার খোপ নামক স্থানে।
৩।	নদীপথ	মানিকপুর বিট কাম বনজদ্রব্য পরীক্ষণ ফাঁড়ি।	মাতামুহুরী নদীর সুরাজপুর নামক স্থানে।

৪। **কক্সবাজার দক্ষিণ বন বিভাগ ঃ**

ক্রমিক নং	সড়ক পথ/নদী পথ	চেক স্টেশন/বন শুল্ক পরীক্ষণ ফাঁড়ির নাম	অবস্থান
১।	সড়ক পথ	লিংক রোড, বনজদ্রব্য পরীক্ষণ চৌকি	টেকনাফ-কক্সবাজার সড়ক ও হিমছড়ি সড়কের সংযোগস্থলে।

৫। **সামাজিক বন বিভাগ, ফেণী ঃ**

ক্রমিক নং	সড়ক পথ/নদী পথ	চেক স্টেশনের নাম	অবস্থান
১।	সড়ক পথ	শুভপুর	ফেণী জেলার ছাগলনাইয়া উপজেলার শুভপুর বাজার সংলগ্ন এলাকায়।

৬। **সামাজিক বন বিভাগ, কুমিল্লা ঃ**

ক্রমিক নং	সড়ক পথ/নদী পথ	চেক স্টেশনের নাম	অবস্থান
১।	সড়ক পথ	সুয়াগাজী	চট্টগ্রাম-কুমিল্লা সড়ক ও চট্টগ্রাম-ঢাকা সড়কের সংযোগস্থলে।

৭। **সিলেট বন বিভাগ ঃ**

ক্রমিক নং	সড়ক পথ/নদী পথ	চেক স্টেশনের নাম	অবস্থান
১।	নদী পথ	মনুমুখ	মনুনদী ও কুশিয়ারা নদীর সংযোগ স্থলে।
২।	সড়ক পথ	জগদীসপুর	সিলেট-ঢাকা মহাসড়কের হবিগঞ্জ জেলার মাধবকুন্ডু উপজেলার জগদীসপুর নামক জায়গায়।
৩।	সড়ক পথ	শায়েস্তাগঞ্জ	সিলেট-ঢাকা মহাসড়কের হবিগঞ্জ জেলার শায়েস্তাগঞ্জ এলাকায়।

৮। **ঢাকা বন বিভাগ ঃ**

ক্রমিক নং	সড়ক পথ/নদী পথ	চেক স্টেশনের নাম	অবস্থান
১।	সড়ক পথ	শালনা	জয়দেবপুর ভালুকা ত্রিশাল রাস্তার উপরে সালনা নামক স্থানে।
২।	সড়ক ও নদী পথ	কালিয়াকৈর	হরিতকিতলা মৌজা, ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের ৪৩ কিঃ মিঃ হইতে ৪৪ কিঃ মিঃ এর মধ্যবর্তী স্থান।

৯। **সামাজিক বন বিভাগ, ঢাকা ঃ**

ক্রমিক নং	সড়ক পথ/নদী পথ	চেক স্টেশনের নাম	অবস্থান
১।	সড়ক পথ	সোনারগাঁও	ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের উপর ঢাকা হইতে ২৫/২৬ কিঃ মিঃ এর মধ্যবর্তী পিরোজপুর নামক স্থানে।

১০। **টাঙ্গাইল বন বিভাগ ঃ**

ক্রমিক নং	সড়ক পথ/নদী পথ	চেক স্টেশনের নাম	অবস্থান
১।	সড়ক পথ	হাটুভাঙ্গা বিট কাম চেক স্টেশন	টাঙ্গাইল-ঢাকা-গোড়াই সড়কের সখিপুর অভিমুখের সড়কে।
২।	সড়ক পথ	চাড়ালজানি	টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ সড়কের মধুপুর উপজেলার চাড়ালজানি নামক স্থানে।

১১। **ময়মনসিংহ বন বিভাগ ঃ**

ক্রমিক নং	সড়ক পথ/নদী পথ	চেক স্টেশনের নাম	অবস্থান
১।	সড়ক পথ	সীডস্টোর	ময়মনসিংহ-ঢাকা মহাসড়কের উপর ভালুকা নামক স্থানে।

তফসিল 'গ'

[বিধি ৬(১) দ্রষ্টব্য]

নিম্নলিখিত ১৩ (১ হতে ১৩ ক্রমিক নং) টি জেলা এবং অপর ৯ (১৪ হতে ২২ নং ক্রমিক নং) টি জেলার পাশে উল্লিখিত ১৮টি উপজেলাসমূহের বে-সরকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন ভূমি হইতে বনজদ্রব্য আহরণের ক্ষেত্রে ফ্রি-লাইসেন্সের প্রয়োজন হইবে ঃ—

১. গাজীপুর

২. টাঙ্গাইল

৩. ময়মনসিংহ

৪. সিলেট

৫. হবিগঞ্জ

৬. মৌলভীবাজার

৭. সুনামগঞ্জ

৮. নওগাঁ

৯. চট্টগ্রাম

১০. কক্সবাজার

১১. দিনাজপুর

১২. ঠাকুরগাঁও

১৩. পঞ্চগড়

১৪. ঢাকা জেলার সাভার উপজেলা- ১টি

১৫. নেত্রকোনা জেলার দুর্গাপুর ও কলমাকান্দা উপজেলা -২টি

১৬. জামালপুর জেলার জামালপুর সদর ও বকশীগঞ্জ উপজেলা-২টি

১৭. শেরপুর জেলার শ্রীবর্দী, ঝিনাইগাতি ও নালিতাবাড়ী উপজেলা-৩টি

১৮. কুমিল্লা জেলার কুমিল্লা সদর ও চৌদ্দগ্রাম উপজেলা-২টি

১৯. রংপুর জেলার মিঠাপুকুর, পীরগঞ্জ ও বদরগঞ্জ উপজেলা-৩টি

২০. নীলফামারী জেলার ডোমার, ডিমলা ও জলডাকা উপজেলা-৩টি

২১. কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বরী উপজেলা-১টি

২২. লালমনিরহাট জেলার হাতীবান্দা উপজেলা-১টি

ফরম-'১'

বাংলাদেশ ফরম নং ১৬৭৪

[বিধি ৪(২) ও ৪(৪), ৫(২), ৭(১)(ছ) ও ১০(৬) দ্রষ্টব্য]

(সড়ক, মহাসড়ক, রেলপথ, আকাশপথ বা জলপথে পরিবহণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে)

বন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

....................................বন বিভাগ।

বনজদ্রব্য পরিবহণ পাশ

পাশ নং ....

ক্যাশ বহি (সি, বি) আইটেম নং ....

তারিখ ....

বহির নং ....

নাম ....

পিতার নাম ....

ঠিকানা...

পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ ....

বনজদ্রব্যের প্রকার	সাইজ বা/পরিমাণ	সংখ্যা বা ওজন	হাতুড়ী বা অন্য কোন চিহ্ন	মন্তব্য

পরিবহণের তারিখ ....

গন্তব্য স্থান ....

যাত্রা স্থান ....

পরিবহণের পথ.................................

মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ.........................

বিভাগীয় বন কর্মকর্তা

....

তারিখ......................

ফরম-'২'

[বিধি ৬(২) ও ৬(৬)(গ) দ্রষ্টব্য]

ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমি হইতে বিনা রাজস্বে বনজদ্রব্য আহরণের নিমিত্ত ফ্রি-লাইসেন্স পাওয়ার আবেদনপত্র

১। আবেদনকারীর নাম ঃ

২। আবেদনকারীর পিতার নাম ঃ

৩। ঠিকানা ঃ গ্রাম- ডাকঘর-

উপজেলা- জেলা-

৪। যে তহশিল অফিসে জমির খাজনা দেওয়া হয় উহার নাম ঃ

৫। বনজদ্রব্য পরিবহণের পথ ঃ

৬। আবেদনকারী জোতভূমির ১৬ আনা বিরোধমুক্ত মালিক কিনা ঃ

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ প্রত্যেক প্লটের জন্য পৃথক পৃথক আবেদন করিতে হইবে। তবে পরস্পর সংলগ্ন প্লটসমূহের জন্য পৃথক আবেদনের প্রয়োজন হইবে না।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

তারিখ ....

প্রশাসনিক প্রতিবেদন

স্মারক নং- তারিখ ঃ ....

বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, ...বন বিভাগকে জানানো যাইতেছে যে, এই অফিসের রেকর্ড অনুযায়ী আবেদনকারী আলোচ্য জোতভূমির অপর পৃষ্ঠার ৫ম কলামে প্রার্থিত বনজদ্রব্য আহরণের নিমিত্ত ফ্রি-লাইসেন্স পাওয়ার যোগ্য।

কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও পদবী

তারিখ ঃ

তদন্তের পর রেঞ্জ/স্টেশন কর্মকর্তার প্রতিবেদন

ক্রমিক নং	বনজদ্রব্যের বিবরণ	সর্বশেষ ফ্রি-লাইসেন্স নম্বর ও তারিখ এবং বনজদ্রব্যের পরিমাণ	প্রথম ফ্রি লাইসেন্সে বনজদ্রব্যের পরিমাণ	প্রার্থিত বনজদ্রব্যের পরিমাণ	তদন্তের পর রেঞ্জ/স্টেশন কর্মকর্তার সুপারিশ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

তারিখ ঃ

নম্বর .... তারিখ ঃ

অক্ষগতির জন্য বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, ...বিভাগের নিকট প্রেরণ করা হইল। ৫ নম্বর কলামে বর্ণিত বনজদ্রব্য আহরণের নিমিত্ত ফ্রি-লাইসেন্স ইস্যু করার জন্য সুপারিশ করা গেল।

রেঞ্জ বা স্টেশন কর্মকর্তার স্বাক্ষর

তারিখ ঃ

ফরম-'৩'

[বিধি-৫(১) দ্রষ্টব্য]

বিভিন্ন সরকারি সংস্থা মালিকানাধীন গাছের বনজদ্রব্য সংগ্রহের পারমিট পাওয়ার আবেদনপত্র।

১। সংস্থার নাম ঃ

২। বাগানের ধরণ (সড়ক/বাঁধ/রেল/সংযোগ/উডলট) ঃ

৩। (ক) বাগানের অবস্থান (সুনির্দিষ্ট) ঃ

(খ) বাগানের পরিমাণ ঃ

(গ) বাগানের গাছ রোপণের সম্ভাব্য বছর ঃ

৪। যে স্থান হইতে কাঠ অথবা অন্যান্য বনজদ্রব্য আহরণ করা হইবে তাহার মৌজা, ইউনিয়ন, থানা ও জেলার নামসহ পূর্ণ বিবরণ ঃ

৫। যে স্থানীয় অফিস এর তত্ত্বাবধানে বনজদ্রব্য আহরণ করা হইবে তাহার পূর্ণ বিবরণ ঃ

৬। বনজ সম্পদ পরিবহণের পথ ঃ

৭। আহরণযোগ্য বনজদ্রব্য বিক্রয় করা হয়ে থাকলে ক্রেতার নাম ঠিকানা ও বনজদ্রব্য ক্রয়ের স্বপক্ষে প্রমাণপত্র দাখিল করিতে হইবে। ঃ

৮। ক্রেতা কর্তৃক একই উপজেলায় অন্যকোন বনজদ্রব্য ক্রয় করা হইয়া থাকিলে তাহার বিবরণ ঃ

৯। আবেদনকারী সংস্থা কর্তৃক অন্যকোন স্থানে বা ইতিপূর্বে গাছ আহরণের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া থাকিলে তাহার বিবরণ ঃ

আহরণযোগ্য বনজদ্রব্যের বিবরণ ঃ

ক্রমিক নং	গাছের সংখ্যা	কর্তনের কারণ	আনুমানিক বয়স	অবশিষ্ট গাছের সংখ্যা	মন্তব্য
(১)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

তারিখ ঃ

বিঃ দ্রঃ অনুমতির জন্য প্রস্তাবিত প্রতিটি গাছের (১·৩ মিটার উচ্চতায়) বেড়, উচ্চতা এবং সম্ভাব্য টিম্বার এর পরিমাণ সম্বলিত পূর্ণাঙ্গ মার্কিং তালিকা আবেদনপত্রের সহিত সংযোজন করিতে হইবে।

ফরম-'৪'

[বিধি ৬(৭) দ্রষ্টব্য]

..................বন বিভাগ
বন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ।

ফ্রি-লাইসেন্স

ফ্রি লাইসেন্সের ক্রমিক সংখ্যা..সন।

নাম......................................পিতার নাম...........................গ্রাম..............................

ডাকঘর.....................................উপজেলা.........................জেলা............................

বনজদ্রব্য পরিবহন (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০১১ অনুসারে ফ্রি-লাইসেন্সসমূহ নিম্নে উল্লিখিত স্থানসমূহ হইতে স্থলপথ/নদীপথ/আকাশপথে বিনা রাজস্বে বনজদ্রব্য আহরণ করিবার জন্য আপনাকে অনুমতি প্রদান করা হইল।

লট নম্বর/তালুক নম্বর.............................মৌজা.........................উপজেলা......................

জেলা..................................যে পথে বনজদ্রব্য পরিবহন করা হইবে........................

বিবরণ

ক্রমিক নং	বনজদ্রব্যের বিবরণ	অনুমোদিত বনজদ্রব্যের সংখ্যা/পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪

বিভাগীয় বন কর্মকর্তা

জারীর তারিখ ঃ

মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ ঃ

ফরম-'৫'

[বিধি ৪(১), ৭(১)(গ) দ্রষ্টব্য]

..................বন বিভাগ
বন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ।

সার্টিফিকেট অব অরিজিন

যে কোন সরকারি বা ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমি হইতে বনজদ্রব্য আহরণের প্রমাণের ছাড়পত্র
(কাঁধে বহন করিয়া পরিবহনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

বন বিভাগ....................................বহি নম্বর...সন।

পাশ নম্বর......................................

নাম.......................পিতার নাম...........................গ্রাম.....................ডাকঘর.................

উপজেলা..........................জেলা.............................কে সরকারি বা ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি হইতে আহরিত নিম্নলিখিত বনজদ্রব্য প্রতিদিন এক বোঝা কাঁধে বহন করিয়া পরিবহণের অনুমতি দেওয়া গেল।

ক্রমিক নম্বর.............................. তারিখ.............................

ক্রমিক নং	বনজদ্রব্যের বিবরণ	রাস্তা	গন্তব্যস্থান
১	২	৩	৪

অত্র ছাড়পত্র......................তারিখ......................হইতে........................তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

জারীর তারিখ ঃ

বিভাগীয় বন কর্মকর্তা
....

ফরম-'৬'

[বিধি ৪(১) ও ৭(১)(গ) দ্রষ্টব্য]

প্রতিপত্র

বহি নম্বর......................ক্রমিক নম্বর

...........................বন বিভাগ
বন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ।

সার্টিফিকেট অব অরিজিন

যে কোন সরকারি বা ব্যক্তিমালিকানাধীন ভূমি হইতে বনজদ্রব্য আহরণের প্রমাণের ছাড়পত্র।

(কাঁধ ব্যতীত অন্য কোনভাবে পরিবহণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

১। উৎপত্তির স্থান
(ক) বনের নাম বা অবস্থিতি
(খ) বনের মালিকের নাম

২। বনজদ্রব্যের মালিকের নাম এবং ঠিকানা

৩। বনজদ্রব্যের বিবরণ ও পরিমাণ

৪। মালিকানাধীন হাতুড়ী অথবা অন্যান্য হাতুড়ী ব্যবহৃত প্রকৃতি

৫। গন্তব্য স্থান

৬। যে পথে নেওয়া হইবে

৭। ছাড়পত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ

৮। যিনি জারী করিবেন তাহার স্বাক্ষর

৯। জারীর তারিখ

মূলপত্র

বহি নম্বর...........ক্রমিক নম্বর................

...........................বন বিভাগ
বন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ।

সার্টিফিকেট অব অরিজিন

যে কোন সরকারি বা ব্যক্তিমালিকানাধীন ভূমি হইতে বনজদ্রব্য আহরণের প্রমাণের ছাড়পত্র।

(কাঁধ ব্যতীত অন্য কোনভাবে পরিবহণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

১। উৎপত্তির স্থান
(ক) বনের নাম বা অবস্থিতি
(খ) বনের মালিকের নাম

২। বনজদ্রব্যের মালিকের নাম এবং ঠিকানা

৩। বনজদ্রব্যের বিবরণ ও পরিমাণ

৪। মালিকানাধীন হাতুড়ী অথবা অন্যান্য হাতুড়ী ব্যবহৃত প্রকৃতি

৫। গন্তব্য স্থান

৬। যে পথে নেওয়া হইবে

৭। ছাড়পত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ

৮। যিনি জারী করিবেন তাহার স্বাক্ষর

৯। জারীর তারিখ

ফরম-'৭'

[বিধি ৮(২) ও ৮(৫) দ্রষ্টব্য]

৫ টাকার কোর্ট ফি সংযোজন করিতে হইবে।

চা-বাগানের ভূমি হইতে বনজদ্রব্য আহরণ বা পরিবহনের উদ্দেশ্যে পারমিটের জন্য আবেদনপত্র।

১।	আবেদনকারী বাগান মালিকের নাম	ঃ
২।	পিতার নাম	ঃ
৩।	ঠিকানা	ঃ গ্রাম- ডাকঘর- উপজেলা- জেলা-
৪।	বাগানের নাম	ঃ
৫।	যে স্থান হইতে বনজদ্রব্য আহরণ করা হইবে উহার মৌজার নাম ও উপজেলার নাম	ঃ
৬।	খতিয়ান নং, দাগ নং এবং দাগওয়ারী এরিয়া	ঃ
৭।	চা-বাগানের পার্শ্ববর্তী বন শুল্ক ফাড়ী/রেঞ্জ কর্মকর্তার নাম	ঃ
৮।	যে তহশিল অফিসে ভূমির খাজনা দেওয়া হয় উহার নাম	ঃ
৯।	বনজদ্রব্য পরিবহনের পথ	ঃ
১০।	আবেদনকারী ভূমির ১৬ আনা বিরোধমুক্ত মালিক কিনা	ঃ

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ প্রত্যেক জমির জন্য পৃথক পৃথক আবেদন করিতে হইবে, তবে পরস্পর সংলগ্ন প্লটসমূহের জন্য আলাদা আবেদনের প্রয়োজন হইবে না।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর
তারিখ ঃ

প্রশাসনিক প্রতিবেদন

স্মারক নং- তারিখ ঃ

বিভাগীয় বন কর্মকর্তা..বন বিভাগের নিকট প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরিত হইল ঃ

(ক) দরখাস্তে বর্ণিত State Acquisition and Tenancy Act, 1950 এর section 20 এর sub-section (3) অনুযায়ী রক্ষিত ভূমি বিধায় বিনা শুল্কে প্রার্থীত বনজদ্রব্য অপসারণের জন্য পারমিট পাওয়ার যোগ্য।

(খ) দরখাস্তে বর্ণিত State Acquisition and Tenancy Act, 1950 এর section 20 এর sub-section (3) এর clause (a) অনুযায়ী সার্টিফাইড ল্যান্ড এবং আবেদনকারী কর্তৃক............বৎসর মেয়াদী বন্দোবস্তপ্রাপ্ত বিধায় প্রার্থীত বনজদ্রব্যের ফরেস্ট ভ্যালুয়েশনে পরিশোধ সাপেক্ষে পারমিট পাওয়ার যোগ্য।

উপরোল্লিখিত (ক) ও (খ) এ বর্ণিত দুটি ক্ষেত্রের মধ্যে যেটি প্রযোজ্য উহা রাখিয়া অন্যটি কাটিয়া দিতে হইবে।

কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও পদবী
তারিখ ঃ

তদন্তের পর রেঞ্জ কর্মকর্তার প্রতিবেদন

ক্রমিক নং	প্রার্থিত বনজদ্রব্যের বিবরণ (জাত, মাপ ও পরিমাণসহ)	সর্বশেষ লাইসেন্স নম্বর ও তারিখ এবং বনজদ্রব্যের পরিমাণ	সুপারিশকৃত বনজদ্রব্যের পরিমাণ	তদন্তের পর রেঞ্জ/স্টেশন কর্মকর্তার সুপারিশ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

তারিখ ঃ

নম্বর তারিখ ঃ

অবগতির জন্য বিভাগীয় বন কর্মকর্তা,...................................বিভাগের নিকট প্রেরণ করা হইল। ৪ নম্বর কলামে বর্ণিত বনজদ্রব্যের পারমিট ইস্যু করার জন্য সুপারিশ করা গেল।

রেঞ্জ/স্টেশন কর্মকর্তার স্বাক্ষর
তারিখ ঃ

ফরম-‘৮’

[বিধি ৮(৬) দ্রষ্টব্য]

.........................বন বিভাগ

বন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ।

চা-বাগানের ভূমি হইতে বনজদ্রব্য আহরণ, অপসারণ বা পরিবহনের জন্য পারমিট

পারমিটের ক্রমিক সংখ্যা...সন।

১। বাগানের মালিকের নাম ঃ

২। পিতার নাম ঃ

৩। ঠিকানা ঃ গ্রাম- ডাকঘর-
উপজেলা- জেলা-

৪। বাগানের নাম ঃ

৫। যে ভূমি হইতে বনজদ্রব্য আহরণ, অপসারণ বা পরিবহনের পারমিট প্রদত্ত হইল তাহার বিবরণ ঃ

জেলা- উপজেলা- মৌজা- জে,এল, নং দাগ নং এরিয়া

৬। অত্র পারমিটে প্রদত্ত বনজদ্রব্যের বিবরণ ঃ

(ক)	গাছ ঃ	“ক” শ্রেণী	টি	ঘনফুট
		“খ” শ্রেণী	টি	ঘনফুট
		“গ” শ্রেণী	টি	ঘনফুট
		“ঘ” শ্রেণী	টি	ঘনফুট
		মোট	টি	ঘনফুট

(খ) বাঁশ ঃ-

প্রজাতি সংখ্যা/পরিমাণ

(গ) জ্বালানী কাঠের পরিমাণ ঃ-

পারমিট প্রদানের তারিখ ঃ

মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ ঃ

<u>শর্তাবলী</u>

১।
২।
৩।
৪।
৫।

বিভাগীয় বন কর্মকর্তা
....

পত্র নং তারিখ ঃ

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরিত হইল ঃ

১। রেঞ্জ/স্টেশন অফিসার...রেঞ্জ/স্টেশন।

বিভাগীয় বন কর্মকর্তা
....

ফরম-'৯'

[বিধি ১১(২) দ্রষ্টব্য]

...........................বন বিভাগ

বন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ।

<u>মালিকানা হাতুড়ি নিবন্ধীকরণ</u>

১। (ক) ব্যক্তিগত মালিকানাধীন হাতুড়ি মালিকের নাম ঃ

(খ) পিতার নাম ঃ

(গ) গ্রাম ঃ

(ঘ) ডাকঘর ঃ

(ঙ) উপজেলা ঃ

(চ) জেলা ঃ

২। নিবন্ধীকরণের মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ................................. সনের ৩০শে জুন।

বিভাগীয় বন কর্মকর্তা

....

তারিখ ঃ

<u>ব্যক্তিগত মালিকানাধীন হাতুড়ির পুনঃনিবন্ধীকরণ</u>

পুনঃনিবন্ধীকরণের তারিখ	মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ	পুনঃনিবন্ধীকরণ কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও পদবী
(১)	(২)	(৩)
....	৩০শে জুন.............	....
....	৩০শে জুন.............	....
....	৩০শে জুন.............	....
....	৩০শে জুন.............	....
....	৩০শে জুন.............	....
....	৩০শে জুন.............	....
....	৩০শে জুন.............	....
....	৩০শে জুন.............	....
....	৩০শে জুন.............	....
....	৩০শে জুন.............	....

স্বাক্ষর ঃ

বিভাগীয় বন কর্মকর্তা

তারিখ ঃ

ফরম-'১০'
[বিধি ১২(৩) দ্রষ্টব্য]
বন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ।
............................বন বিভাগ

বনজদ্রব্য মজুদ রাখিবার জন্য ডিপো স্থাপন ও পরিচালনার জন্য নিবন্ধন সনদ

নিবন্ধনের ধরন.........................নিবন্ধন নং.................................তারিখ......................
জনাব/মেসার্স...........................পিতা..................................গ্রাম.............................
ডাকঘর................................উপজেলা..........................জেলা..............................কে

নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে বনজদ্রব্য সংগ্রহ, মজুদ ও সরবরাহের অনুমতি প্রদান করা হইল ঃ

সংগৃহীত বনজদ্রব্যের বিবরণ	দৈনিক সর্বোচ্চ সংগ্রহের পরিমাণ	সর্বোচ্চ মজুদের পরিমাণ	দৈনিক সর্বোচ্চ সরবরাহের পরিমাণ	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)

লাইসেন্সের মেয়াদ ৩১শে ডিসেম্বর.................................পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

স্বাক্ষর ঃ
বিভাগীয় বন কর্মকর্তা

<u>শর্তাবলী</u>

১। ডিপোতে সংগৃহীত বনজদ্রব্যের সহিত পারমিট বা পাশ, বন বিভাগের প্রদত্ত টাকার রশিদ এবং মালিকানা হাতুড়ী থাকিতে হইবে।

২। ডিপোর রেকর্ডপত্র বিভাগীয় বন কর্মকর্তার বা তাঁহার প্রতিনিধির পরিদর্শনের জন্য সর্বদা উন্মুক্ত রাখিতে হইবে।

৩। ডিপোর মালিক অবশ্যই পারমিট বা পাশ অতিরিক্ত মার্কাবিহীন বনজদ্রব্যের আমদানী করিতে পারিবেন না।

৪। ডিপোর মালিক ডিপোতে মার্কাবিহীন বনজদ্রব্য রাখিবার দায়ে জরিমানা এবং উক্ত বনজদ্রব্য বাজেয়াপ্তসহ তিনি আইনে বর্ণিত দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৫। টিম্বার চেরাই করিবার প্রয়োজন হইলে পূর্বেই বিভাগীয় বন কর্মকর্তার অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে এবং চেরাই এর সময় যাহাতে প্রতিটি খণ্ডে মালিকানা হাতুড়ীর ছাপ থাকে উহা নিশ্চিত করিতে হইবে।

৬। বিধি ১২ এর উপ-বিধি (৬) অনুযায়ী প্রতিবছর নিবন্ধন নবায়ন করিতে হইবে।

৭। বিভাগীয় বন কর্মকর্তা বা তাঁহার মনোনীত প্রতিনিধি কর্তৃক আকস্মিকভাবে তদন্তকালে, ডিপো মালিক বা তাঁহার প্রতিনিধি ডিপোতে রক্ষিত বা অপসারিত বনজদ্রব্যের হিসাব দেখাইতে বাধ্য থাকিবেন এবং কোন অবৈধ কার্যকলাপ পরিলক্ষিত হইলে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা ডিপো মালিকের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণকরতঃ নিবন্ধন বাতিল করিতে পারিবেন।

লাইসেন্স নবায়ন সংক্রান্ত বিবরণ

নবায়নের তারিখ	**মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ**	**নবায়নকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর**
(১)	(২)	(৩)
....	৩১শে ডিসেম্বর................	....
....	৩১শে ডিসেম্বর................	....
....	৩১শে ডিসেম্বর................	....
....	৩১শে ডিসেম্বর................	....
....	৩১শে ডিসেম্বর................	....

ফরম- ‘১১’

[বিধি ১৩(২) দ্রষ্টব্য]

ভিনিয়ার ফ্যাক্টরী, ফার্নিচার মার্ট বা টিম্বার প্রসেসিং ইউনিট স্থাপন ও পরিচালনার জন্য লাইসেন্স পাইবার আবেদনপত্র

১। আবেদনকারীর স্থায়ী ঠিকানা ঃ

নাম -

পিতার নাম -

গ্রাম -

পোঃ -

উপজেলা -

জেলা -

২। আবেদনকারীর বর্তমান ঠিকানা ঃ

গ্রাম -

পোঃ -

উপজেলা -

জেলা -

৩। ভিনিয়ার ফ্যাক্টরী, ফার্নিচার মার্ট বা টিম্বার প্রসেসিং ইউনিট এর ঠিকানা ঃ

৪। কোন শিল্পের জন্য দরখাস্ত করা হইতেছে ঃ

৫। শিল্প প্রতিষ্ঠানের জমির পরিমাণ ঃ

(১) (ক) মৌজার নম্বর -

(খ) খতিয়ান নম্বর -

(গ) হোল্ডিং নম্বর -

(ঘ) দাগ নম্বর -

(ঙ) জমির পরিমাণ -

(২) আবেদনকারী জমি/ঘরের মালিক না হইলে কি সূত্রে পাইয়াছে উহার বিবরণঃ

৬। বিনিয়োগকৃত মূলধনের পরিমাণ ঃ

৭। কি পদ্ধতিতে কাঠ বা জ্বালানী সংগ্রহ করা হইবে উহার বিবরণ ঃ

৮। আবেদনকারী ৩ (তিন) কপি পাসপোর্ট সাইজের ফটো (স্থানীয় পৌরসভার চেয়ারম্যান/গেজেটেড কর্মকর্তা দ্বারা সত্যায়িত) সংযুক্ত করা হইল।

অতএব, অনুগ্রহপূর্বক উপরোক্ত বিষয়াদি বিবেচনাপূর্বক লাইসেন্স ইস্যুর জন্য সবিনয়ে অনুরোধ জানাইতেছি।

নিবেদক

আবেদকারীর স্বাক্ষর

ফরম - '১২'
[বিধি ১৩(৩) দ্রষ্টব্য]
বন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ।
.... বন বিভাগ

ভিনিয়ার ফ্যাক্টরী, ফার্নিচার মার্ট বা টিম্বার প্রসেসিং ইউনিট স্থাপন ও পরিচালনার জন্য লাইসেন্স

লাইসেন্সের ধরন .... লাইসেন্স নং .... তারিখ ....

জনাব/মেসার্স .... পিতা .... গ্রাম ....

ডাকঘর .... উপজেলা .... জেলা .... কে নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে বনজদ্রব্য মজুদ, খন্ডন, চেরাই ও ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা হইল ঃ

বনজদ্রব্য বা উৎপাদন সামগ্রীর বিবরণ	দৈনিক সর্বোচ্চ কাজের পরিমাণ	নিয়োজিত কর্মচারীর সংখ্যা	বিনিয়োগকৃত টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)

লাইসেন্সের মেয়াদ ৩১ শে ডিসেম্বর ....পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

স্বাক্ষর ঃ

বিভাগীয় বন কর্মকর্তা

<u>শর্তাবলী</u>

১। শিল্প প্রতিষ্ঠানে বনজদ্রব্যের আমদানী-রপ্তানীর রেকর্ড সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং সেই সাথে পারমিট বা পাশ, বন বিভাগের প্রদত্ত টাকার রশিদ এবং মার্কিং হাতুড়ি থাকিতে হইবে।

২। শিল্প প্রতিষ্ঠানের রেকর্ডপত্র বিভাগীয় বন কর্মকর্তার পরিদর্শনের জন্য সর্বদা উন্মুক্ত রাখিতে হইবে।

৩। শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক অবশ্যই পাশ বা পারমিটের অতিরিক্ত মার্কাবিহীন টিম্বার এর আমদানীর বিষয়ে নিকটবর্তী বন কার্যালয়কে অবহিত করিবেন এবং কর্মকর্তাদের নির্দেশমতে উক্ত টিম্বার এর হস্তান্তর বা নিরাপত্তা বিধান করিবেন।

৪। শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক মার্কাবিহীন বনজদ্রব্য রাখিবার দায়ে জরিমানা ও উক্ত বনজদ্রব্য বাজেয়াপ্তসহ আইনে বর্ণিত দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

৫। করাতকলে আড়াআড়ি টিম্বার কাটা যাইবে না যাহাতে বিক্রয় অথবা পরিবহন মার্কা নষ্ট হয়।

৬। প্রতি বৎসর ৩১ শে ডিসেম্বর তারিখে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত নমুনা ছক অনুযায়ী মজুদকৃত টিম্বার এর আসবাবপত্রের বা টিম্বারজাত দ্রব্যের হিসাব বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়ে দাখিল করিতে হইবে এবং তৎসংগে সংগৃহীত টিম্বার এর উৎস সম্পর্কীয় বৈধ কাগজপত্রাদি দাখিল করিতে হইবে।

৭। বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, বা তাহার মনোনীত প্রতিনিধি কর্তৃক আকস্মিকভাবে তদন্তকালে শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক বা তাহার প্রতিনিধি সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানে রক্ষিত বা অপসারিত আসবাবপত্র ও টিম্বারজাত দ্রব্যের হিসাব দেখাইতে বাধ্য থাকিবেন এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানে কোন অবৈধ কার্যকলাপ পরিলক্ষিত হইলে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণকরতঃ তাহার লাইসেন্স বাতিল করিতে পারিবেন।

<u>লাইসেন্স নবায়ন সংক্রান্ত বিবরণ ঃ</u>

নবায়নের তারিখ	মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ	নবায়নকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর
(১)	(২)	(৩)
....	৩১ শে ডিসেম্বর	....
....	৩১ শে ডিসেম্বর	....
....	৩১ শে ডিসেম্বর	....
....	৩১ শে ডিসেম্বর	....
....	৩১ শে ডিসেম্বর	....

ফরম - '১৩'

[বিধি - ৮(৩)(খ) দ্রষ্টব্য]

চা-বাগান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

বনের মোট ভূমির পরিমাণ	শ্রমিক কলোনী, ব্যবস্থাপক ও কর্মচারীর বাসগৃহে ও অফিস এবং ফ্যাক্টরী ইত্যাদির আওতাধীন ভূমির পরিমাণ	ইতোপূর্বে উত্তোলিত চা, কফি ইত্যাদি বাগানের মোট ভূমির পরিমাণ (দাগওয়ারী)	অদ্যাবধি বন আচ্ছাদিত চা-চাষযোগ্য ভূমির পরিমাণ (দাগ নং ওয়ারী)		বনাঞ্চল হিসাবে রক্ষণীয় ভূমির পরিমাণ (দাগ নং ওয়ারী)		চলতি বৎসরে চা-চাষের জন্য প্রস্তাবিত ভূমির পরিমাণ (দাগ নং ওয়ারী)		৮ ও ৯ কলামের ভূমির মধ্যে কি পরিমাণ ভূমিতে বনজদ্রব্য বিদ্যমান যাহা অপসারণের জন্য আবেদন করা হইয়াছে	৬নং কলামের ভূমিতে চা-চাষের জন্য চারার সংখ্যা (মওজুদ আছে)	আবেদনকৃত ভূমি হইতে বনজদ্রব্য অপসারণের জন্য টি-বোর্ডের অনুমতি সংযুক্ত করিয়া দিতে হইবে।	মন্তব্য
			প্রাকৃতিক	সৃজিত	প্রাকৃতিক	সৃজিত	প্রাকৃতিক	সৃজিত				
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)

বিঃ দ্রঃ - এতদ্‌সঙ্গে সেটেলমেন্ট জরীপি নকসার ট্রেস কপি এবং খতিয়ান ও বন্দোবস্তীয় দলিলের সত্যায়িত ফটোকপি সংযোজিত থাকিতে হইবে।

বাগান মালিকের স্বাক্ষর

তারিখ ঃ

ফরম '১৪'

[বিধি-১৩(৪) ও ১৩(৭) দ্রষ্টব্য]

ভিনিয়ার ফ্যাক্টরী/ফার্নিচার মার্ট/কাঠ প্রসেসিং ইউনিট এর মজুদ ও সরবরাহ রেজিস্টার

প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ ট্রেড লাইসেন্স নং -

মালিকের নাম ঃ ডিলিং লাইসেন্স নং ঃ-

ঠিকানা ঃ

তারিখ	সংগৃহীত/মজুদ কাঠের বিবরণ				কাঠ ব্যবহার, সরবরাহ ও বিক্রয়ের বিবরণ							অবশিষ্ট			মন্তব্য
	প্রজাতি	পরিমাণ (ঘনফুট)	ক্রয়রশিদ/ ডি-ফরম/চালানী পাশ		প্রস্তুতকৃত বনজাত দ্রব্যের বিবরণ			বিক্রয় ও সরবরাহের বিবরণ				কাঠের পরিমাণ (ঘনফুট)	পণ্যের বিবরণ		
			নং	তারিখ	আইটেমের নাম	সংখ্যা	ব্যবহৃত কাঠের পরিমাণ (ঘণফুট)	পণ্যের বিবরণ	সংখ্যা	বিল/ ক্যাশ মেমো নং ও তারিখ	স্থানান্তরের অনুমতি পত্র নং ও তারিখ		নাম	সংখ্যা	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)	(১৬)

....

পরিদর্শনকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ

....

মালিক/ম্যানেজারের স্বাক্ষর ও তারিখ

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মেছবাহ উল আলম

ভারপ্রাপ্ত সচিব।

মোহাম্মদ জাকীর হোসেন (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ মজিবুর রহমান, (যুগ্ম-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd